আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: পবিত্র কুরআনের ৪০ টি রব্বানা দোয়া সিরিজ-৪

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَـٰفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَـٰتٍ لِّأُوْلِى الْأَلْبَابِ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা ৩ আল ইমরান ১৯০)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

যারা দন্ডায়মান, উপবেশন ও এলায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষনা করে এবং বলেঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি; আপনিই পবিত্রতম! অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন! (সূরা ৩ আল ইমরান ১৯১)

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

হে আমাদের রাব্ব! আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করান, ফলতঃ নিশ্চয়ই তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে; এবং অত্যাচারীদের জন্য কেহই সাহায্যকারী নেই। (সূরা ৩ আল ইমরান ১৯২)

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; হে আমাদের রাব্ব! অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করুন এবং পুন্যবানদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করুন। (সূরা ৩ আল ইমরান ১৯৩)

رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

হে আমাদের রাব্ব! আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং উত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেননা। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননা।

(সূরা ৩ আল ইমরান ১৯৪)

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিস

ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন, আমি আমার আন্টি ময়মুনাহ (রা:) (যিনি রাসূল (স:) স্ত্রী ছিলেন) গৃহে এক রাতে ঘুমিয়েছিলাম। রাসূল (স:) তার স্ত্রীর সাথে কথা বললেন, তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত্রি এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে তিনি উঠে গেলেন এবং আকাশের দিকে তাকালেন এবং সূরা ৩ আলে ইমরানের ১৯০ নম্বর আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

রাসূল (স:) তারপর মেসওয়াক করলেন, ওযু করলেন এবং ১১ (এগার) রাকায়াত সালাত আদায় করলেন। যখন বিলাল ফজরের আজান দিলেন, রাসূল (স:) ২ (দুই) রাকায়াত সালাত আদায় করলেন, এবং ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে ফজরের সালাতের ইমামতি করে আদায় করলেন।

ইবনে মারদুইয়াহ তার হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন

আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেন: রাসূল (স:) সমস্ত কাজই বিস্ময় কর। এক রাতে তিনি আমার সান্নিধ্যে এলেন এবং আমার শরীরের সাথে তার শরীর স্পর্শ করলো এবং তিনি বললেন, আমি এখন আমার প্রভুর ইবাদত করব। আমি বললাম আমি আপনার সান্নিধ্য পছন্দ করি, তবে আপনি প্রভুর ইবাদত করবেন সেটাও পছন্দ করি।

তিনি মশক থেকে পানি নিয়ে ওযু করলেন, তবে পানির অপচয় করলেন না। তিনি তখন সালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাতের মধ্যে এমন ভাবে কাঁদলেন যে তার দাড়ি মোবারক ভিজে গেলো। তিনি সেজদায় গেলেন এবং এই পরিমান কাঁদলেন যে জমিন ভিজে গেলো। অতঃপর তিনি কাত হয়ে কিছুক্ষন শুয়ে থাকলেন এবং এ অবস্থায় ও তিনি কাঁদলেন।

বিলাল ফজরের আজান দিলেন এবং রাসূল (স:) কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল (স:) আপনি কাঁদছেন কেন, আল্লাহ তো আপনার পূর্ব ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রাসূল (স:) বললেন,

وَيْحَكَ يَا بِلَالُ وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَبْكِيَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ

ওহে বেলাল! কিসে আমাকে কান্না থেকে বিরত রাখবে, যখন এই রাত্রে সূরা ৩ আলে ইমরানের ১৯০ নম্বর আয়াত নাজিল হয়েছে।

وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْهَا

ধিক তাদেরকে যারা এই আয়াত তেলাওয়াত করে কিন্তু এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না।

বুখারী শরীফের হাদিস

ইমরান বিন হুসাইন (রা:) বর্ণনা করেন রাসূল (স:) বলেছেন,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো, যদি না পারো তবে বসে আদায় করো, যদি তাও না পারো, তবে শুয়ে সালাত আদায় করে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, সূরা আলে ইমরানের মাত্র ৫টি আয়াত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। মেহেরবানী করে আয়াতগুলো বার বার তেলাওয়াত করুন। আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা কি বলেছেন অনুধাবন করুন, চিন্তা করুন। রাসূল (স:) সালাতে দাঁড়িয়ে, সিজদায় ও শুয়ে কেঁদেছিলেন। আয়াতগুলো বুঝলে আমাদের কান্না আসবে।

কেঁদে কেঁদে, আসুন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি ঈমানের সাথে মৃত্যুর এবং আল্লাহ যেন আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/